দৈনিক জনকণ্ঠ

05 SEP 1995

তারিখ ০৪ SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বোর্ডগুলো কি কোন দিনই দক্ষ হতে পারবে না?

মাসুদুজ্জামান

প্রতিবছর দেশের শিক্ষাবোর্ডগুলো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। প্রতিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে গিয়ে চরম অদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের ধারণা, কম্পিউটার পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকেই ঘটছে এক ধরনের রহস্যময় ফল বিপর্যয়। ফল বিপর্যয়ের এই ধারায় সর্বশেষ দৃষ্টান্তটি স্থাপন করল ঢাকা বোর্ড। খবরটি বেরিয়েছে জনকণ্ঠেই। কম্পিউটার কিংবা অন্য কোন ভুলের কারণে ঢাকা বোর্ডের প্রায় ছয় শ' পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত নম্বর পায়নি। নম্বরপত্র হাতে পাবার পর যে বিষয়ে যত নম্বর আশা করেছিল, তা উল্লিখিত পরীক্ষার্থীরা পায়নি বলে ভিড় করছে শিক্ষাবোর্ড অফিসে। সবারই লক্ষ্য ফল পুনরায় নিরীক্ষণ করানো। পুনর্নিরীক্ষণের এই দাবি খুবই স্বাভাবিক। যারা মেধাবী তারা নিজেরাই আঁচ-অনুমান করতে পারে কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবেও স্কুলের প্রিটেস্ট বা টেস্ট পরীক্ষায় তাদের বসতে হয়। ঐসব পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখেও তারা বুঝতে পারে কেমন পরীক্ষা দিলে কত নম্বর পাওয়া যায়। মাধ্যমিকের ফল হাতে পাবার পর তাই তারা যখন দেখে, যত নম্বর পাবার কথা তার ধারেকাছে নম্বর ওঠেনি, তখনি তাদের মনে সন্দেহ জাগে। নিশ্চয়ই কোথাও কোন বিভ্রাট ঘটেছে। গত দু'তিনটি পরীক্ষার ফলে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে চলেছে। বোর্ডের ফল সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারছে না অসংখ্য পরীক্ষার্থী।

না পারারই কথা। যে ছেলে বা মেয়ে ক্লাসে প্রথম হয়, সব বিষয়ে ভাল নম্বর পায়, সে কি করে মেনে নেবে এক বিষয়ে ফেলের ঘটনা? তারপর এই অকৃতকার্য হবার ব্যাপারটি যদি 'গণ' হয়ে ওঠে, তাহলে তো সন্দেহ আরও ঘনীভূত হবারই কথা। রাজধানীর মোল্লারটেক উদয়ন স্কুলের কয়েক ছাত্রীর বেলায় ঠিক এই রহস্যময় ফল বিপর্যয়ই ঘটেছে এবার। আইডিয়াল স্কুলের এক কৃতী ছাত্র তাই যখন ৪৯ নম্বরের সঠিক উত্তর দিয়ে ৩৭ নম্বর পায়, তখন তার বিস্মিত হবারই কথা। পরীক্ষার্থীরা যেসব অভিযোগ করেছে, সেসব কোন একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একসঙ্গে পাশাপাশি যাদের রোল নম্বর ছিল তাদের বেলায় এ রকমটা ঘটেছে।

এই ধরনের ঘটনা কোন সন্দেহ নেই, পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে ঢাকা বা অন্যান্য বোর্ড যে বছরের পর বছর ধরে অদক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছে, তার ইঙ্গিত দেয়। গত বছরই পরীক্ষার ফলে দেখা দিয়েছিল বড় ধরনের বিভ্রাট। নৈর্ব্যক্তিক অংশে সঠিক উত্তর দিয়ে পরীক্ষার্থী নিজেই ধারণা করতে পারে সে কত নম্বর পাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যাশিত সেই নম্বর না পেলে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মনে বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে ওঠা স্বাভাবিক। সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে ফল-বিভ্রাটের এই ঘটনা 'গণ' হয়ে ওঠে কিভাবে?

এবছর মাধ্যমিকের ফলে এই গণ বিপর্যয় ঘটিয়েছিল কুমিল্লা বোর্ড। কক্সবাজার জেলার পরীক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কারণে 'গণ ফেল' করেছিল। এই ঘটনায় ঐ জেলার ঘরে ঘরে নেমে এসেছিল বিমর্ষতার ছায়া। অন্য কোথাও নয় শুধু কক্সবাজারের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যে এমনটা ঘটতে পারে না, তাই প্রতিবাদ জানাতেই ফল সংশোধনের উদ্যোগ নেয় কুমিল্লা বোর্ড। আর তখনি ধরা পড়ে ভুল হয়েছে বোর্ডেরই। কম্পিউটারে বিভ্রাট ঘটায় ফলে ঘটেছিল ঐ বিপর্যয়। ধন্যবাদ কুমিল্লা বোর্ডকে, তারা দ্রুত ফল সংশোধন করে কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের মানসিক কষ্ট থেকে রেহাই দিয়েছিল। ভুল হলে সেই ভুল সংশোধিত হওয়া যে কত জরুরী কক্সবাজারের ঘটনাই তার প্রমাণ। কিন্তু কুমিল্লা বোর্ড ভুল স্বীকারের মহানুভবতা দেখালেও ঢাকা বোর্ড তা দেখাতে পারেনি। সেই উদারতা এই বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের নেই। জনকণ্ঠকে তাই ফল বিপর্যয়ের জন্য কম্পিউটারের তথ্য বিভ্রাট দায়ী, এ কথা মেনে নিতে রাজি হয়নি তারা। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফল বিপর্যয়ের দায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এ কথায় কিছুটা ফাঁক আছে।

এ কথা ঠিক, কম্পিউটারের দায়িত্বে থাকেন কিছু মানুষ। কম্পিউটারকে যে ফল সরবরাহ করা হয় সেই ফলই সে বিন্যস্ত করে দেয়। ভুল যা হবার তা মানুষের জন্যই হয়। বোর্ডের ফল বিন্যাসের ক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকেন প্রথমে শিক্ষকগণ (যাঁরা খাতা দেখেন) এবং পরে কম্পিউটার কর্মীরা। কম্পিউটার কর্মীরা শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া ফলই শুধু বিন্যস্ত করে দেয়। এদিক থেকে ভাবলে ফল তৈরির সময় দু'টি স্তরে ভুল হতে পারে। প্রথমে যাঁরা খাতা দেখছেন সেসব শিক্ষক প্রাপ্ত নম্বরের বৃত্ত ভরাট করতে গিয়ে ভুল করতে পারেন; দ্বিতীয়ত, যে কম্পিউটার কর্মী ফল বিন্যস্ত করছেন ভুল তাঁরও হতে পারে। শিক্ষকগণ খাতা দেখতে ভুল করলে তা দেখার দায়িত্ব একজন প্রধান পরীক্ষকের। কম্পিউটার কর্মীরা ভুল করলে তা দেখার লোকও আছে। কিন্তু এতসব পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণের পরও ফল বিন্যাসে ভুল হতে পারে। পরীক্ষক যদি ভুল বৃত্ত ভরাট করেন এবং তা প্রধান পরীক্ষকের চোখ এড়িয়ে যায়, তাহলে কম্পিউটার কর্মীর আর কিছুই করার থাকে না। তিনি সঠিকভাবে ফল বিন্যস্ত করলেও প্রাপ্ত ভুল নম্বরের কারণে পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে যে গণবিপর্যয় ঘটছে, তার কারণ এটাই। আমি এক প্রধান পরীক্ষকের কাছ থেকে শুনেছি, কয়েক শ' খাতার অসংখ্য বৃত্ত ভরাট করতে হয় বলে কোন কোন পরীক্ষক নাকি ঐ কাজে তাদের ছেলেমেয়ে, এমনকি স্ত্রীকেও লাগিয়ে দেন। আর এ রকমটা ঘটলে পরীক্ষার ফলে যে গণবিপর্যয় ঘটতে পারে সে কথা সহজেই অনুমেয়। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শিক্ষকদের এই ভুলের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন শিক্ষকরা বৃত্ত ভরাটে ভুল করতে পারেন। কিন্তু সেই ভুল যখন প্রধান পরীক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলে প্রতিফলিত হয়, তখন তার দায়দায়িত্ব তো বোর্ডেরই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাহলে ঐ দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন কেন? তিনি এক্ষেত্রে কুমিল্লা বোর্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারতেন। শত শত পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক যখন ফল বিপর্যয়ের অভিযোগ করেন, তখন নিশ্চিত বোঝা উচিত কোথাও না কোথাও কিছু একটা গলদ আছে।

গলদ যে বোর্ডগুলো ক্রমাগত ঘটিয়ে চলেছে অতীত এবং নিকট অতীতের ফল বিপর্যয় থেকে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কুমিল্লা বোর্ড এবারই কক্সবাজারের ফল সংশোধন করে নতুন ফল প্রকাশ করল। গত বছর মেধার বিচারে প্রশ্নহীন ছাত্রকে ফেল করিয়ে দেয়ার পর তার আবেদনের প্রেক্ষাপটে দেখা গেল, সে শুধু পাস নয় মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এত সব বিপর্যয় (বোর্ড কর্তৃক) এবং সংশোধনের পর বোর্ডগুলোর কম্পিউটার ফল বিন্যাসের ওপর যে পরীক্ষার্থীদের আস্থা থাকার কথা নয়, সে কথা সহজেই অনুমেয়।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাই যখন ফল বিপর্যয়ের ব্যাপারটি মেনে নিতে চান না তখনি অবাক হতে হয়। ফল বিপর্যয় 'গণ' হয়ে উঠলেই যে কারও সন্দেহ হবার কথা ফল বিন্যাসেই ঘটেছে গোলযোগ। কম্পিউটার কখনও ভুল করে না। আমাদের ভুলটাই কম্পিউটারে বিন্যস্ত হয়ে যায়। আর তার জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের। উদ্বেগ আশঙ্কায় দিন কাটাতে থাকেন অভিভাবকরা। সন্তানের মুখের দিকে না তাকাতে পেরে ছুটে যান বোর্ড অফিসে। অর্থ জমা থেকে শুরু করে নানা ঝক্কি-ঝামেলা সয়ে আবেদন করেন ফল সংশোধনের। তাদের শুধু এইটুকু দাবি, ফল পুনর্বিবেচনা করা হোক। পরীক্ষক খাতায় নম্বর ভুল দিলে একমাত্র প্রধান পরীক্ষকের দ্রুত স্ক্রুটিনি করা ছাড়া তা সংশোধনের আর কোন পথ বোর্ডগুলো রাখেনি। তারা অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাই শুধু ফল বিন্যাসে ভুল হয়েছে কিনা তাই দেখে। কিন্তু এই কাজটুকু করাতে হলে অভিভাবকদের যে কত হজ্জত পোহাতে হয়, ভুক্তভোগীদের শুধু সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমরা সেই সাতকাহন বর্ণনা করব না। কিন্তু একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

কলেজগুলোতে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ভর্তির প্রক্রিয়া আগামী মাসের মাঝামাঝি বা শেষ নাগাদ শেষ হয়ে যাবে ভর্তির পর্ব। যেসব পরীক্ষার্থী ফল সংশোধনের আবেদন করল তার ফল পেতে পেতে লেগে যাবে আরও কম করে হলেও তিন মাস। তিন মাস পর ফল সংশোধিত হবার প্রেক্ষাপটে যদি দেখা যায় কোন শিক্ষার্থী সত্যি সত্যি তুলনামূলকভাবে ভাল রেজাল্ট করেছে, তাহলেও কিন্তু সেই রেজাল্ট ঐ পরীক্ষার্থীর কোন কাজে লাগবে না। কেননা কোন ভাল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ তখন আর তার থাকবে না। এজন্য তাই বোর্ডকেই দায়ী করা যায়।

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের কাঁধে আজ সত্যি সত্যি ভূত চেপেছে। বেশ কয়েকটি পরীক্ষা তারা কম্পিউটারের অধীনে নিয়ে ফেলেছে, অথচ ফল বিন্যাসকে নির্ভুল, বিতর্কাতীত করতে পারল না। ফল সংশোধনেও তাদের অনীহা। কিন্তু এই অনীহার কারণে যে শত শত কোমলমতি পরীক্ষার্থীর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করাই উচিত। এর সঙ্গে মানবিকতার প্রশ্নটিও গভীরভাবে জড়িত। এমনিতেই বর্তমান সরকার অদক্ষতার নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। তার সঙ্গে সামান্য পরীক্ষার ফল বিন্যাস করতে গিয়ে গণবিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলছে, এই দুর্নাম সুখকর নয়। বোর্ডের কারণে সরকারের এই সুনামহানি হওয়া উচিতও নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তির জন্যই শত শত পরীক্ষার্থীর রহস্যময় ফল বিপর্যয়ের সুষ্ঠু তদন্ত এবং সংশোধিত ফল প্রকাশিত হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে বলে আমরা আশা করি।